45

তারিখ 28 JUL 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

দৈনিক সংবাদ

ছাত্রদলের ধর্মঘটে বিশ্ববিদ্যালয় অচল, শিক্ষার্থীরা হল ছাড়ছে

❑ সূর্যসেন হলে পুলিশ-সন্ত্রাসী সহাবস্থান ঃ উপাচার্যের 'নো কমেন্ট'

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা) জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আহ্বানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিরাম ধর্মঘটের প্রথম দিন অতিবাহিত হয়েছে গতকাল রোববার। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অচলাবস্থার অবসানে কোন উদ্যোগ নেই। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য বেতন-ফি'র হার বাড়ানোর প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে ধর্মঘট ডেকেছে।

এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী কোন মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান এ পরিস্থিতিতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা হতাশায় ভুগছে। বিভিন্ন হলের ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

গত ২৪শে জুলাই বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (শা-পা) সশস্ত্র কর্মীরা সূর্যসেন হল দখল করলে এ ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রদল অবিরাম ধর্মঘটের কর্মসূচি নেয়। এর আগে তারা এ হলটি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেয়ার আহ্বান জানায় এ উপলক্ষে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমঝোতার লক্ষ্যে উপাচার্যের উপস্থিতিতে পর পর চারবার বৈঠক হয়; কিন্তু কোন বৈঠকই সফল হয়নি।

সূর্যসেন হল সূত্র জানায় ঃ হলে বর্তমানে দখলকারী সংগঠনের সশস্ত্র কর্মীরা পুলিশের সাথে সহাবস্থান করছে। বেশিরভাগ সাধারণ ছাত্র সংঘর্ষের ভয়ে এ হল ছেড়ে চলে গেছে এবং এ হলে ছাত্রদলের কোন নেতাকর্মী নেই। একই কারণে অন্যান্য হল থেকেও ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার সময়।

সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীর সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন 'নো কমেন্টস'।

ছাত্রদল হল দখলের প্রতিবাদে এবং দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গতকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তৃতা করেন সংগঠনের সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, সাধারণ সম্পাদক হাবিন-উন-নবী সোহেল, নাসিরউদ্দিন পিন্টু, এ বি এম মোশাররফ হোসেন, ধর্মঘট ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

ধর্মঘট ঃ বিশ্ববিদ্যালয় অচল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নাসিরউদ্দিন অসীম, সেলিমুজ্জামান সেলিম প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দাবি আদায় না হবে তাদের কর্মসূচি ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এ সময় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন হলে, বিশেষ করে সূর্যসেন হলে অবস্থানরত বহিরাগত ছাত্রলীগ কর্মীদের প্রত্যাহার, সাধারণ ছাত্র ও ছাত্রদল নেতাকর্মীদের পুনর্বাসনের আহ্বান জানান। এছাড়া নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, উপাচার্যের কোন ক্ষমতা নেই। তিনি এখন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি।

গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য

গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে বর্ধিত বেতন, সংযোজিত ফি এবং ভর্তি ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে আজ ক্যাম্পাসে ধর্মঘট ডেকেছে। তারা বলেছেন, অন্যথায় দাবি মানা না হলে আরো কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে। গতকাল রোববার বিকেলে মধুর ক্যান্টিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তারা এ ঘোষণা দেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শরীফুজ্জামান শরীফ, মুনির আহমেদ লেনিন, মমতাজুর আলম ইলু, আশরাফ যেবু, শামীম আহসান চৌধুরী, শহীদুল ইসলাম শহীদ প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ এসব দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র ধর্মঘট সফল করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

এ সময় নেতৃবৃন্দ বলেন, এভাবে জ্যামিতিক হারে ফি বৃদ্ধি করা হলে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রকৃত অর্থেই সোনার হরিণে পরিণত হবে। উচ্চশিক্ষাকে বিত্তবানদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য শাসকগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে যে চেষ্টা চালাচ্ছে তা বাস্তবায়িত হবে।

ক্যাম্পাস পরিস্থিতির উপর লিখিত বক্তব্যে তারা বলেন, বর্তমান ক্যাম্পাস পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভূমিকা রহস্যজনক। পুলিশ আর সন্ত্রাসী-দের সহাবস্থানে এটাই প্রমাণ করে।